খুলনায় স্থিতিশীলতা

কাসিয়া পাপরোস্কি(Kasia Paprocki) এবং জ্যাসন কোনস(Jason Cons) –এর প্রস্তুত করা অক্সফাম-এ.সি.এস.এফ(Oxfam-ACSF) গ্রামীণ স্থিতিশীলতা প্রকল্পের একটি প্রতিবেদন

এই প্রতিবেদনে আমরা বাংলাদেশের খুলনা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের দুটি সম্প্রদায়ের তুলনা করব, সম্প্রদায়ের প্রতিটি মানুষের বক্তব্য খুঁটিয়ে দেখব। স্থিতিশীলতা সম্পর্কে তাঁদের কি ধারণা – স্থিতিশীলতা বলতে তাঁরা কি বোঝেন, তাঁদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা, এবং কোন কোন বিষয়গুলো সম্প্রদায়ের সদস্যদের স্থিতিশীলতা নির্ধারণ করে (অথবা তার ঘাটতি)। উভয় সম্প্রদায়েই স্থিতিশীলতা মূলত পরীক্ষিত হয় চিংড়ি চাষের উপস্থিতি অনুপস্থিতির সাপেক্ষে, যা এই অঞ্চলের বৃহত্তম শিল্প এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের সবচেয়ে বড় উৎস। কোনও সন্দেহ নেই খুলনার স্থিতিশীলতা নির্ভর করে আছে এই অঞ্চলের চিংড়ি চাষের সমাজ-বাস্তুতান্ত্রিক বাস্তবতার ঘনিষ্ঠ আন্তঃসম্পর্কের উপর।

গঙ্গা–ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপের একেবারে দক্ষিণে খুলনা অবস্থিত। এই অঞ্চলটি অনেকগুলি বদ্বীপ বড় "পোল্ডার" (বাঁধ–এর ডাচভাষার প্রতিশব্দ থেকে গৃহীত) দ্বারা বাঁধ দেয়া, এবং এই পোল্ডারগুলির নম্বর দিয়ে পরিচিত। বিদেশি অর্থ সাহায্যে 1960 থেকে 1980 সালের মধ্যে নির্মিত এই বাঁধগুলির আসল প্রয়োজনীয়তা ছিল অনিয়মিত নোনা জলের ঝাপটা ঢেউ থেকে বাঁচানো এবং এলাকাটিকে খাদ্য সুরক্ষিত থেকে খাদ্য রপ্তানিকারি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়া। বাঁধ অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক ভাবে সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে দেশজ বীজের পরিবর্তে নতুন মিশ্র বীজের প্রবর্তন ঘটে। আর পরের দিকে বাণিজ্যিক ভাবে চিংড়ি উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হয়। এই প্রতিবেদনে যে দুই সম্প্রদায়কে ধরা হয়েছে তারা পোল্ডার 22 ও পোল্ডার 23 নামে পরিচিত। লাগোয়া দ্বীপদুটিকে আলাদা করেছে একটি বিশাল শাখা নদী। উভয়ের নৈকট্য সত্ত্বেও এই বিচ্ছিন্নকরণ নাটকীয়ভাবে সামাজিক পরিবেশগত প্রভেদ তৈরি করে দিয়েছে।

খুলনার স্থিতিশীলতা বুঝে নিতে প্রথমেই বোঝা দরকার খুলনা একের পর এক বাস্তুতান্ত্রিক বিপর্যয়ে হাঁসফাঁস করা একটা অঞ্চল। একদিকে জলবায়ুর পরিবর্তন – বিশেষত ক্রমবর্ধমান ক্রান্তীয় ঝঞ্ঝা এবং সাইক্লোন অঞ্চলের নিম্নবিত্ত, ভূমিহীন শ্রমিক এবং অন্যান্য কৃষকদের বস্তুগত ঝুঁকিপূর্ণ ভূপ্রকৃতিতে নাটকীয়ভাবে বদল এনেছে। অন্যদিকে গত তিরিশ বছরে খুলনায় চিংড়ি চাষ ক্রমশ ভূমিতে অধিকার, ভূমির মান এবং সেখানে টিকে থাকার ক্ষমতার আমূল পরিবর্তন এনেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্থিতিশীলতা শক্তিশালী একটা আয়না হতে পারে যার মাধ্যমে সমাজ-বাস্তুতান্ত্রিক পরিবর্তন গ্রামীণ সমাজে ভূমিহীন ও নামমাত্র বাস্তুধারী মানুষদের জীবনযাপনে কতটা ছাপ ফেলেছে তার ছবিটা অনুধাবন করা যেতে পারে।

পোল্ডার 23

পোল্ডার 23 আমাদের ধারণায় সমাজ–বাস্তুতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা সংকটের দৃষ্টান্ত। 1980–র প্রথম দিকে শুরু হওয়ার পর, চিংড়ির উৎপাদন সম্প্রদায়টির ঐতিহ্যবাহী কৃষিব্যবস্থাকে সম্পূর্ণত দখল করে ফেলে। এখানকার মানুষজনদের কথাবার্তায় বারবার এই চিন্তার কথাটি উঠে এসেছে। জায়গাটি এইভাবে চিংড়ি এবং বাস্তুতান্ত্রিক পরিবর্তনের নিবিড় গল্প বলে যাচ্ছে – যা বাস্তুচ্যুতি, বঞ্চনা এবং নিরাপত্তাহীনতার কথা শোনায়। খুলনার পাইকগাছা উপজেলার এই পোলডার আয়তনে আনুমানিক 5,852 হেক্টর, জনসংখ্যা আনুমানিক

22000[1]। বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের সম্প্রসারণের ফলে 84% অধিবাসী ভূমিহীন। বস্তুত, এখানকার বেশিরভাগ আবাদি জমি লীজভিত্তিক ঘের-এ (চিংড়ি চাষের জায়গা) পরিণত হয়ে গেছে। এমনকি ভাসাভাসা ভাবে অঞ্চলটির ভূবৈচিত্র্যের দিকে দেখলেও এই রূপান্তর আপেক্ষিক। গ্রামীণ বাংলাদেশে ভূমির নিবিড় ব্যবহারিকতার নিরিখে পোল্ডার 23-কে বন্ধ্যা অঞ্চল মনে হয় (চিত্র 1 দেখুন)।

চিত্র 1: পোল্ডার 23 এর ভিতর থেকে দেখা

দিগন্তপ্রসারী নোনা পানি, মাটির নিচু বাঁধ দিয়ে আলাদা করা ঘের এবং সুসজ্জিত কুঁড়ে, চিংড়ি চুরি রুখতে নিয়োজিত ঘের-এর পাহারাদাররা যেগুলি ব্যবহার করেন। পোল্ডার 23-এর বাকি গ্রামে নোনা পানি অধ্যুষিত ভূমি পরিবেষ্টিত একচিলতে জমিতে প্রচুর মানুষ। হামেশাই নোনা পানি চলে আসে বসতিতে এমনকি দুয়ারেও। তুলনামূলক ভাবে গ্রামগুলিতে মেরামতি হয়না। বেশিরভাগ বাসায় একচিলতে সব্জির বাগান। সব্জির বাড় মোটেই ভাল না হবার কারণ হিসাবে গ্রামবাসীরা বলছেন মাটির লবণাক্ততা। মুরগিছানা গ্রামজুড়ে ছুটে বেড়ায়, কিন্তু বড় পশুসম্পত্তি প্রায় চোখে পড়ে না।

পোল্ডার 23 তুলে ধরে বাস্তুতান্ত্রিক সংকটের দিকটা, বাস্তুতান্ত্রিক ধ্বংসের সীমায় যা দাঁড়িয়ে। অধিবাসীরা জানাচ্ছেন চিংড়ি ছাড়া অন্য কিছু চাষের মত অবস্থা আর নেই। অথচ বাগদা চাষ[2] শুরুর আগে এখানে দেশজ এবং উচ্চফলনশীল নানা প্রজাতির ধান উৎপাদন হত। এখন সামান্যই হয়। বাংলাদেশের প্রোটিনের অন্যতম উৎস মিঠে জলের মাছচাষ এখন অসম্ভব। পশুপালনের জন্য সামান্যই জমি অবশিষ্ট আছে। ফলের গাছ আর বাড়ে না। (চিত্র 2 দেখুন)

চিত্র 2: পোল্ডার 23-এর ভিতর থেকে দেখা

পোল্ডার 23 অধিবাসীদের বক্তব্য অনুযায়ী বাস্তুতান্ত্রিক সংকট পুরোদস্তর ত্রাণ পরিস্থিতির মধ্যে পৌঁছে গেছে। একজন উত্তরদাতার কথা অনুযায়ী:

> *চিংড়ির উৎপাদন শুরু হয়েছিল 1983 সালে। পাট্টার আগে লোকজন ধানচাষ করত। ধান বিক্রি করার পয়সায় অনেকেই ইটের নেয়াও বানিয়েছিল। মানুষের ঘরে গরু ছিল মাছ ছিল। খোলামনের মানুষ ছিল তখন। অবস্থাপন্ন মানুষ যখন মাছ ধরত, গরীবদের ছোট মাছ দিয়ে যেত। এখন আর সে সব নেই। সবাই এখন ধুঁকছে। 1985, 1986, 1987 সালের পর যখন লীজ চালু হল আমি নিজের চোখে দেখেছি কি করে গাছের পাতাগুলো সব শুকিয়ে গেল। জমিতে নুন। 1988 সালের 23শে নভেম্বর একটা ঝড় হল। সেই ঝড় জল (বন্যা)র পর সমস্ত মরসুমি কয়েকটি গাছ ছাড়া ফলের গাছ নষ্ট হয়ে গেল। আমাদের বেঁচে থাকার উপায় থাকল না। একজন মহিলা যদি শাড়ি কিনতে চায় 250 থেকে 300 টাকা ($3.20-$3.80) পড়ত। কিনে খেতে হলে আর শাড়ি কেনা সম্ভব না। মানুষকে প্রায় রোজই ঠিক করতে হত খাবার কিনবে না অন্য দরকারি জিনিস কিনবে। বেশিরভাগ সময় খাবারই কেনা হত।*

---

1. 13000 হাজারের বেশি মানুষ পাইকগাছা টাউনে বসবাস করেন। চিংড়ি রপ্তানিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি বাজার।
2. পোল্ডার 23-এ চিংড়ি উৎপাদনের প্রাথমিক রূপ হল বাগদা। নোনা জলে বাগদা বেড়ে ওঠে।

পোল্ডার 23-এ জীবনযাপনের সমস্ত পরিস্থিতি ধ্বংস হয়ে যাবার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিহীন শ্রমিকদের ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। স্থানীয় মানুষ দাবী করেন পোল্ডারে চিংড়ি চাষের অনুপ্রবেশ ঘটার আগে ভাগচাষি ও দিনমজুরদের পক্ষেও পোল্ডারের খাস (সাধারণ) জমিতে শ্রম দান ও চাষ করে স্বনির্ভর দিনগুজরান সম্ভব ছিল। এখন খাসজমি সমেত পোল্ডারের বেশিরভাগ জমি, চিংড়িতে দখল করে নিয়েছে। পরিণামে, স্থানীয় লোকজন কেবল যে পুষ্টিকর খাবারের অভাবের কথা বলছেন তাই নয়, কাজের সুযোগের অভাবের কথা, ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর অক্ষমতার কথা, এবং স্থানীয় সুদখোর ও মাইক্রোফিনান্স সংস্থাগুলির বাড়বাড়ন্ত হওয়ার কথাও বলেছেন।

চিংড়ি উৎপাদন পোল্ডার থেকে অনেককে বাস্তুচ্যুত করেছে। স্থানীয় মানুষদের যখন জিজ্ঞেস করা হল চিংড়ি চাষ শুরু হবার আগে এখানকার ভূমিহীন মানুষজনরা কোথায়? উত্তরদাতারা *ধ্বংস, বিলুপ্ত, শেষ* এই শব্দগুলি ব্যবহার করেন। এই প্রেক্ষিতে, এই সম্প্রদায়ের স্থিতিশীলতার বোঝাপড়ার প্রভাব কঠিন। বাদবাকি বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষুদ্রচাষিরা তাঁদের জমি নষ্ট হয়ে যাবার কারণে দিনমজুরে পরিণত হয়েছেন অথবা তাঁদের জমি বড় চিংড়ি উৎপাদককে নামমাত্র টাকায় বিক্রি করতে বা লীজ দিতে বাধ্য হয়েছেন। অনেকেই পোল্ডার ছেড়ে গিয়ে খুলনা শহরে বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছেন, ইঁটভাটায় কাজ খুঁজছেন। আরও অনেকেই, বাসিন্দাদের মতে, সময় সময় ভারতে যান নির্মাণশিল্পে কাজ খুঁজতে। ঘের-এ সারাক্ষণ নোনা পানি আর চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত রাসায়নিকের সংস্পর্শে, কম-মজুরির দিনমজুর হিসেবে কাজ করে যাঁরা কোনভাবে দিন গুজরান করেন তাঁরা চর্মরোগ থেকে সংক্রমণ পর্যন্ত নানা রকম স্বাস্থ্য সমস্যার শিকার হন। বাসিন্দারা জানালেন পোল্ডার 23-এ খুবই অল্প খাস (সাধারণ) জমি টিঁকে আছে। চিংড়ি উৎপাদক জমির বড় মালিকরা প্রায় সমভাবে সব গ্রাস করে নিয়েছে। খাস জমিতে অধিকার না থাকার মানে, এখানকার বাসিন্দাদের খাবার, জ্বালানি, পানি ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে রোজই পাইকগাছা যেতে হয় - একসময় এখানেই এগুলো উৎপন্ন হত।

এই সম্প্রদায়টিতে স্থিতিশীলতার ধারণা সম্পর্কে এখানকার লোকজনের কথাবার্তায় আরও উপলব্ধি হয় যে, সচ্ছল এবং শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের অর্থ এখানে কি, যাঁদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে পোল্ডারের পরিস্থিতি তাঁদের কাছে একটা বিরাট উদ্বেগের কারণ। একজন উত্তরদাতা যেমন বলেছেন,

> *যখন লোকে চিংড়ি চাষের কাজে যেত না, মহিলারা বিকেলে ফাঁকাই থাকতেন আর সকলে মিলে গল্পগাছা করতেন। পৌষ (ডিসেম্বর-জানুয়ারি) মাসে আপনি মনোমুগ্ধকর ধানের জমি দেখতে পেতেন, গল্পগাছাও করতেন। এখন আর কোনও সময় নেই কারণ সব সময় টাকার পিছনে ছুটতে হচ্ছে। মানুষের সাথে একসঙ্গে বসে কথা বলার সময় নেই। আগে আপনার ঘরে চাল ছিল, গরু ছিল, পুকুর ছিল মাছ ছিল। তখন মানুষ এত দুশ্চিন্তায় থাকত না, অনেক ভাল ছিল।*

স্থানীয় মানুষ বারবার বোঝাতে চাইছিলেন চিংড়ি চাষ শুরু হবার আগের জীবনের সঙ্গে পরের পরিস্থিতির বিপুল ফারাক। পোল্ডার 23-এর চিংড়ি চাষ কেবল মাত্র যে জীবনযাপনে বদল এনেছে তাই নয়, সম্প্রদায়েরও রূপান্তর ঘটে গেছে। আসলে, পোল্ডার 23-এর বাসিন্দাদের কথায় স্পষ্ট করে বললে চিংড়ি উৎপাদন ব্যক্তিগত/পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত স্তরে সংকট হাজির করেছে। আগেকার জীবন সম্পর্কে স্মৃতিমেদুরতা পোল্ডারে শ্রেণী নিরপেক্ষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। লোকজন বারংবার গোষ্ঠীগত কাজকর্ম ধ্বংস হয়ে যাবার কথাও উল্লেখ করেছেন। যাত্রা, ঘোড়দৌড়ের মত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান অনুপস্থিত, প্রতিবেশীর সঙ্গে কাটাবার মত সময়ও শেষ হয়ে গেছে।

এই ধরনের ক্রমবদলের ফলাফলে জীবনযাত্রার নিম্নগামিতা সুস্থিতির নিজস্ব ধারণা গড়ে ওঠার প্রধান অন্তরায়। এই বিষয়টার প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্থিতিশীলতার ক্ষমতার নিরিখে এই

সমস্ত বিষয়গুলিকে মাথায় রাখলে পরিস্থিতির গুরুত্ব অসীম। সামাজিক স্থিতি যদি শুধুমাত্র টিকে থাকা না হয় বরং ক্রমোন্নয়ন হয় তাহলে মানুষজনের ভাবনায় ভালো থাকা অন্যতম গুরুত্বের দাবি রাখে।

এই ধরনের স্মৃতিমেদুরতাকে খুব সহজে ভাবালুতা বলে উড়িয়ে দেয়া যায়। বিশেষত পোল্ডার 22-এর অভিজ্ঞতার (পরে আলোচিত) নিরিখে। যদিও ভূমিহীন বাসিন্দারা আসলে তাঁদের স্থিতিশীলতার ক্ষমতার ঐতিহাসিক রূপান্তর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং উচ্চকণ্ঠ। একজন যেমন বললেন:

> *আমাদের বর্তমান দুরবস্থা ও আগের দারিদ্র্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ফারাক রয়েছে। আগে আমাদের খাদ্যের অভাব ছিল না। জলা (নিচু জমি)র কোনও লিজ ছিল না। মাছ ধরতে পারতাম। শোল, গজাল, কই, বান, পুঁটি, চিংড়ি। আমাদের পরিবারের ভরণপোষণ হত। মাছ যখন থেকে পর্যাপ্ত পাওয়া যেতে থাকল, আমাদের ধরা মাছের আর দাম রইল না, বড় জোর 2টাকা 3টাকা। এখন কিন্তু এই মাছগুলো প্রায় পাওয়াই যায় না আর প্রচুর দাম। যাদের বয়স 25-30 তারা এই সমস্ত মাছ চোখেই দেখেনি। একদিন আমার বড় ছেলে আমাকে গজালমাছ আর কই মাছ নিয়ে জিজ্ঞেস করল। আমি তেলাপিয়া মাছ দেখিয়ে বললাম কই মাছ এই ধরনেরই। একদিন আমি পাইকগাছা বাজারে কই মাছ পেলাম। 250 গ্রাম 17 টাকা আমি চাইছিলাম আমার ছেলেকে দেখাতে কইমাছ কেমন। আগেকার দিনে আমাদের গরু থাকত, দুধ খেতে পেতাম। আমাদের স্বাস্থ্য ভাল ছিল, শক্তিও ছিল, এখন আর নাই।*

এই ধরনের ছবিগুলি চিংড়ি চাষের এলাকায় সামূহিক ক্ষতিই কেবল নয় জীবনযাত্রার মান এবং নিরাপত্তা নষ্ট হয়ে যাওয়া স্পষ্ট করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার বাসিন্দারা যে কেবল নোনা পানি আর মিঠা পানির কথাই বলেছেন তাই নয়, তাঁরা নোনাজমি আর উর্বর জমির কথাও বলেছেন। জলজ উৎপাদন এই অঞ্চলের পড়ে থাকা মানুষগুলির জন্য ভূমিচিত্রটিকেও আমুল বদলে দিয়েছে। এর সঙ্গে সংযুক্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও গেছে ক্ষয়ে। নষ্ট যে কেবল ভূমিই হয়েছে তাই নয় সংস্কৃতিও গেছে। আপোস শুধু জীবন যাত্রাতেই নয় অর্থনীতিতেও হয়েছে। একটি গোষ্ঠীর স্থিতিশীলতা ও রূপান্তর বুঝতে গেলে এই সংযুক্ত বাস্তুতান্ত্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সক্ষমতাসমূহ অবশ্যই বুঝতে হবে।

জমি এবং উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো পোল্ডারে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলেছে। যারা চিংড়িচাষ থেকে লাভবান হচ্ছে এবং সেই লাভ বজায় রাখতে যারা এদের শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে উভয়ের উপরই। পোল্ডার 23 কৃষিতে স্বনিয়ন্ত্রণ হারানোর ছবিটা স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছে। এটা একটা চলমান সংকটের ক্ষেত্র। এমনকি যাঁরা এর সুফল ভোগ করছেন তাঁরাও কৃষিঅতীতে ফিরে যেতে চাইছেন। একজন যিনি লীজ দিয়েছেন এই এলাকার ভবিষ্যত নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে বলছেন:

> *আমি জানি না কি বলব। প্রার্থনা করি আমাদের প্রজন্ম বা আমি যে ধরনের দুর্দশার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে যেন তা পোয়াতে না হয়। আমি দেখতে চাই এই সমস্ত জমি ধানে ভরে গেছে। নেয়ার পিছনে সবজি ফলে আছে। আর কোনও কষ্ট থাকছে না। মনে আছে আমি আর একটা গ্রামের কথা বলছিলাম যেখানে ঘের নেই। ওই গ্রামের সমস্ত পরিবারে অন্তত একটি করে ফলের গাছ রয়েছে। আমরা যখন সেখানে যাই, ওরা আমাদের জন্য নিজেদের বাগানের সবজি রান্না করে। বেল, দুধ এনে দেয়। আমরা যাতে সরবত বানাতে পারি। ওরা সুখী। তাদের খাওয়া নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। ওরা লীজ বিজনেসের পরিণতি সম্পর্কে ধারণা রাখে। তাদের কাছে লীজ দেয়া ফালতু। একবছরে ধান যদি তারা ফলাতে পারে তাই দিয়ে দুবছর পরিবারের খাবার জুটে যাবে। তিলডাঙায়*

এক আত্মীয়ের বাসায় কয়েক মাস আগে আমি গিয়েছিলাম। গরিব লোকেরা লীজের বিরোধিতা করছে কিন্তু যাদের 15-10 বিঘে জমি [3-5 একর] তারা দিয়ে দিতে চাইছে। পরে ধনীরা বুঝেছে নিজেদের জন্যই লীজ ভালো হবে না। তারাও গরিবদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ঘের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করছে। এখন আর ওই এলাকায় কোনও ঘের নেই। আমার মনে হয় ওরা ঠিকই করেছে। মানুষজন গরু রাখতে পারবে, দুধ খেতে পারবে, ফল পাবে।

এই ব্যক্তির বক্তব্য যেমনটা দর্শায় পোল্ডার 23-এর স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে ফসল ফলাতে না পারাটা সবচেয়ে বড় বাধা। সুতরাং, স্থিতিশীলতা আরও বেশি ক্ষমতার অর্জনের উপর নির্ভরশীল।

পোল্ডার 22

পোল্ডার 23 থেকে সরাসরি নদী পেরোলেই অন্যান্য পোল্ডার ঘেরা চিংড়ি চাষের জন্য দখলীকৃত বিস্তীর্ণ এলাকাই হল পোল্ডার 22। উপর থেকে দেখা এবং মানুষ জনের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল পাশাপাশি অন্যান্য এলাকা থেকে এই এলাকা অনেক বেশি স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পেরেছে। চিংড়িচাষপ্রবণ অন্যান্য এলাকার তুলনায় পোল্ডার 22 অনেক বেশি সবুজে ঘেরা (চিত্র 3 দেখুন)।

চিত্র :3 পোল্ডার 22-এর অন্তর্দৃশ্য

বাইরে থেকে দেখলে দেখা যাবে ঘাসে ঢাকা একটা চর ম্যানগ্রোভ গাছ ও অন্যান্য গাছে ভরা, লোকজন কর্মরত, শিশুরা খেলা করছে, অসংখ্য বসতবাড়ি। পোল্ডার এবং অন্যান্য চিংড়ি 23

চাষের এলাকার তুলনায় পোল্ডার সামাজিকভাবে 22, অর্থনৈতিকভাবে এবং কৃষির দিক থেকে বাংলাদেশের অন্য গ্রামেরই মত। যদিও, খুলনার চিংড়ি এলাকার মধ্যে অবস্থিত রূপে পোল্ডারটি ব্যাপকতর আঞ্চলিক বাস্তুতান্ত্রিক বদলের জন্য নানা ধরনের চাপের মধ্যে আছে। অ-লবণাক্ত জমি এবং কৃষিজ উৎপাদনের সাফল্য অন্য পোল্ডারের প্রচুর মানুষকে এখানে উঠে আসতে উৎসাহিত করেছে। এর ফলে পোল্ডার 22-এর জমি ব্যবহারের উপরই যে চাপ বাড়ছে তাই নয়, মিষ্টি জলের উৎসেও সংকট তৈরি করছে বিশেষত যেখানে পাশাপাশি এলাকাগুলোতে ইতিমধ্যেই অভাব প্রকট। এই ধরনের অবস্থান্তর পোল্ডারে শ্রেণী রাজনীতিকে প্রভাবিত করতেও পারে, করে, আমরা যেটা নীচে আলোচনা করব।

স্থিতিশীলতার কথাগুলির মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে প্রভাবশালী বাসিন্দাদের সাইক্লোন আয়লার আলোচনা,2009 -এর এই ক্রান্তীয় ঝড়ের বিধ্বংসী প্রভাবে, অক্সফামের রিপোর্ট অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়েছিলেন।[1] এই সাইক্লোন সমগ্র এলাকাটিকে একরকম শেষ করে দিয়েছিল, গ্রামকে গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। পোল্ডার কিন্তু 22ঝড়ের সময়ে এবং এর পরবর্তীতে তুলনামূলক ভাবে সুরক্ষিতই ছিল। একজন উত্তরদাতা ব্যাখ্যা করছিলেন,

> *আমরা দেখেছি আয়লা আমাদের পোল্ডার 22-এ তেমন কিছু ক্ষতি করেনি। কিন্তু কাছাকাছি এলাকা যেমন লক্ষ্মীখোলা, মউখালি, খাটালি, ধেলোটি যেখানে ওরা চিংড়ি চাষ করত, গোটা একটা বছর জলের তলায় ছিল। কেননা WABDA চর পুরো ধুয়ে গিয়েছিল। নোনা পানি ঢোকাবার জন্য যে স্লুইসগেট ছিল ভেঙে ফেলা হয়েছিল যাতে পানি ঢোকে এবং এর ফল এত খারাপ হয়েছিল, এমনকি মানুষও ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের পোল্ডার 22-এ চিংড়ি আর আয়লা দুটো থেকেই বাঁচতে পেরেছিলাম... পানি ঢোকাতে WABDA'র বাঁধ না কাটার জন্য আমরা ক্ষতির হাত থেকে বেঁচেছিলাম। বাঁধে অনেক গাছ, ঘাস। আমরা চিংড়ি চাষের জন্য বাঁধ দিয়ে পানি ঢোকাইনি। তাই বাঁধও শক্ত ছিল। এমনকি আয়লার মত শক্তিশালী ঝড়ও আমাদের ক্ষতি করতে পারেনি।*

মানুষজন এও বলেছেন যে সেই সময়ে যে সমস্ত ফসল হয়েছিল তারাও রক্ষা পেয়েছিল। একজন চাষি বলছিলেন, ধান দুসপ্তাহ শুয়ে পড়েছিল, আস্তে আস্তে আবার খাড়া হল। তার সাথে, তাদের পানীয়জলের সরবরাহ বহাল ছিল, অন্যদের মত নষ্ট হয়ে যায়নি। আপাত এই সুস্থিতির ফলে ঝড়ের আগে, ঝড়ের সময় এবং কয়েকবছর পরেও আশপাশের এলাকার আয়লাদুর্গত মানুষজন তাঁদের এলাকার অসহায়তার কারণে এখানে উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসেন।

পোল্ডার 22-এর বাসিন্দা এবং অন্যত্র বাস করেন যাঁরা এখানকার নিসর্গের সৌন্দর্য এবং বিপুল সুবিধা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাঁরা চিংড়ি চাষমুক্ত থাকার লড়াইয়ের কথাও ভীষণভাবে মনে রেখেছেন। এই এলাকার অন্যতম বড় গ্রাম হরিণখোলায় একটি স্মারক রয়েছে করুণাময়ী সর্দারের। চিংড়ি উৎপাদনের মালিকদের বিরুদ্ধে তাঁর মিছিলে নেতৃত্ব দেয়াকে মনে রেখে সেটি তৈরি। চিংড়ি ব্যবসায়ীদের হাতে তাঁর মৃত্যুর 7) নভেম্বর (1990 বার্ষিকীতে এই পোল্ডার এবং স্মারকটি এলাকার ভূমিহীন মজুর ও অবশ্যই, সমগ্র বাংলাদেশের ও তার বাইরে চিংড়ি চাষ বিরোধী আন্দোলনকারীদের সংহতি জানায়।

চিংড়িচাষমুক্ত উর্বর এই পরিবেশ যে সমস্ত সুবিধা প্রদান করছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উপরের দিকে থাকবে নিজের খাবার এবং দৈনন্দিন জিনিসপত্র নিজেরাই জোগাড় করতে পারা। পোল্ডার 22-এর বাসিন্দারা বারংবার জোর দিচ্ছিলেন বাজারের উপর নির্ভর না করে তাদের উৎপাদন করার সক্ষমতার কথায়। এক ভূমিহীন মহিলা বলছিলেন, 'এমনকি যদি আমার কাছে বাজারে

যাবার মত পয়সা নাও থাকে অসুবিধা হয় না। কিন্তু যদি ওদের (চিংড়িচাষের এলাকা) টাকা না থাকে বাঁচার কোনও উপায় নেই। আমরা এক সপ্তাহ চালিয়ে নিতে পারব। তাই আমাদের এলাকা আর ওদের এলাকার মধ্যে প্রচুর ফারাক।' আর একজন বাসিন্দা এক ভূমিহীন দিনমজুর একই কথা বললেন, বললেন এই জীবনযাত্রা কেমন করে সম্ভব হল,

> *কেবল চিংড়ির চাষ এই দেশের অনেক ক্ষতি করে দিয়েছে। মানুষজনের আর গাছপালারও। আমরা যদি এক সপ্তাহ বাজারে নাও যাই আমরা চালিয়ে নেব। শাকপাতা তুলব, সবজি তুলব মাছ ধরব। কিন্তু যারা চিংড়ি করে তাদের উপায় নেই নিজের খাবার উৎপাদন করার।*

আরও সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই বক্তব্যগুলো আরও বেশি করে যেটা দেখিয়ে দেয় এই এলাকার মানুষদের সামূহিক বোঝাপড়ার কারণে এঁরা গোষ্ঠীর খাবার উৎপাদনের সক্ষমতা বজায় রাখতে পেরেছেন যা সদস্যদের জীবিকানির্বাহের স্থিতিশীলতা (আপেক্ষিক) নিশ্চিত করে। নিজেদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য নিজেদের শ্রম দিয়ে নিজেদের এলাকায় যথেষ্ট উপার্জন কঠিন (কিন্তু অসম্ভব নয়) এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে এই সামূহিক বোঝাপড়া দাঁড়িয়ে আছে। বলতে গেলে, একটি পরিবারের জীবিকার জন্য খাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদনের সক্ষমতা টিকে থাকার লড়াইতে প্রান্তিক পরিবারগুলোকে একটু জায়গা দেয়।

বাস্তুতান্ত্রিক ভূচিত্রের উপর স্থাবর অস্থাবর উভয় ক্ষেত্রেই যৌথ নিয়ন্ত্রণ পোল্ডার 22-এ বাসরত মানুষজনের প্রধান সুবিধা দিয়েছে। এক চাষির ব্যাখ্যায়,

> *গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। চৈত্র-বৈশাখ (মার্চ-মে) মাসে খর তাপের সময় কাজকর্মের পর এই গাছগুলির ছায়ায় আমরা জিরিয়ে নিই। গাছের তলায় বসে আমরা অক্সিজেন পাই আর আমরা বেঁচেও থাকি এই অক্সিজেনের জন্যই। আমাদের শরীরও ছায়ায় আরাম পায়। কিন্তু নোনা এলাকায় কোনও গাছ নেই। সবুজ নেই। কোথা থেকে ওরা অক্সিজেন পাবে? আমাদের এখানে যখন বিশাল ঝড়টা হল, গাছগুলো আমাদের ঘরগুলোকে রক্ষা করেছে। আমাদের যদি গাছ না থাকত, ভেসে যেতাম। পোল্ডার 22-এ আর কেউ বেঁচে থাকত না। শুধু মাত্র গাছের জন্য, অক্সিজেনের জন্য, গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন করতে পারি বলে আমরা টিঁকে আছি।*

এই কৃষকের স্বীকারোক্তি একটা প্রাণোচ্ছল প্রকৃতি যা গাছ আর অন্যান্য সবুজদের জন্য আন্তরিক, আর এর বসবাসকারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের অন্তর্নিহিত সম্পর্ককে স্পষ্ট ভাবে গ্রন্থিবদ্ধ করে। এই বিশ্লেষণ দেখায় যে একটি সম্প্রদায়ের তার নিজের কৃষি ব্যবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করার সক্ষমতা এমন কিছু সুবিধা নিয়ে আসে যা কৃষক-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার বাইরে থেকে পড়তে পারা অসম্ভব, আর যা একটি গ্রামীণ সম্প্রদায়ের স্থিতিশীলতার মৌলিকতা।

পোল্ডার 22-এ ভূমিহীনতা

যদিও পোল্ডার 22-এ, যেখানে অধিবাসীরা জীবনযাপনকে সংজ্ঞায়িত করে চলেছেন একটানা এমনভাবে যা এই অঞ্চলে নমুনাহীন এক স্থিতিশীলতার বোধের উদ্রেক করে, এখনও, এই স্থিতিশীলতার সাথে মেলে যে নিরাপত্তা বোধ এটা সম্প্রদায়ের সকলের দ্বারা সমান ভাবে ভাগ হয় না। যেখানে ক্ষুদ্র কৃষকের খাদ্য সার্বভৌমত্বের সুবিধা স্পষ্ট, সেটা অবশ্যই শ্রেণী ও জমির পরিমাণের ভিত্তির দ্বারা স্পষ্ট ভাবে পৃথক।

অধিবাসীদের দ্বারা গ্রন্থিবদ্ধ সার্বভৌম খাদ্য ব্যবস্থার মূল্যবোধগুলির প্রধান হল ছোট জোতের অধিকারীদের তাঁদের পরিবারের সমস্ত বেঁচে থাকার মত প্রয়োজনটুকু, নিজেদের জমিতে ধান, সবজি, ফল চাষ করে মিটিয়ে নেয়ার সক্ষমতা। পোল্ডার 22-এ ছোট ও মাঝারি জোতের কৃষকদের স্বীকারোক্তি নির্ভুলভাবে এটা প্রদর্শন করে যাঁদের কাছে যথেষ্ট সম্পদ আছে একটি স্থানীয় স্বনির্ভর - খাদ্য ব্যবস্থা থেকে সুযোগ গ্রহণ করার, তাঁদের কাছে এটার মূল্য। পোল্ডার 23-এর গরিব-ভূমিহীনদের সাথে তুলনা টানলে দেখা যাবে, যেখানে তাঁরা প্রতিকূল শ্রম-বাজার আর অনিয়ন্ত্রিত অ-কৃষকীকরণের মুখে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, পোল্ডার 22-এর ভূমিহীন কৃষকরা সেখানে সক্রিয়ভাবে তাঁদের খাদ্য সার্বভৌমত্ব থেকে প্রাপ্ত সুবিধাকে স্বীকার করেন। এক ভূমিহীন দিনমজুর ব্যাখ্যা করলেন-,

> *যদি বাগদা চিংড়ির চাষ এই পোল্ডারে চলত, তাহলে আমরা ভিখারি হয়ে যেতাম, খেতে পেতাম না, মরার জন্য পড়ে থাকতাম, কারণ আমাদের কোন কাজ থাকত না। আমার কোন কাজ না থাকলে আমি কি ভাবে খেতে পেতাম? বাগদা চিংড়ি চাষ শেষ হওয়ার সাথে, আমাদের অনেক লাভ হয়েছে, আমাদের গ্রামের, আমার ঘরের। এখন আমার খামারের মধ্যেই আম, জাম গাছ বেড়ে উঠছে, আমরা তাদের ফল খেতে পারি। এর উপর, কাজের দিক দিয়ে, পৌষ মাসে (জানুয়ারি/ডিসেম্বর), আমরা ধান কাটতে পারি, যার উপর আমরা 6 মাস পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারবো। কিন্তু সেখানে যদি এখনো বাগদা চিংড়ি চাষ হত, আমরা ধান চাষ করতে পারতাম না। ফলে এটা আমার উপকার করেছে। আমরা দুটো ছাগল আর একটা গরু পুষতে পেরেছি। বাগদা চিংড়ির চাষ হতে থাকলে আমার এসব কিছুই হত না।*

এই কৃষকের স্বীকারোক্তি সার্বভৌম খাদ্য ব্যবস্থার সুবিধা সম্পর্কে অনেক কথা বলে যা পোল্ডার 22-এ দিন মজুরদের ঘুরে দাঁড়াতে দিয়েছিল)তার উপর তাঁদের যাঁরা আরও নিরাপদ মাপের জমির মালিকবিশেষ করে ।(, প্রাণধারণের জন্য ফলের গাছ চাষ করার বাস্তুতন্ত্রগত সম্ভাবনা, আর সাধারণ জমিতে গবাদি পশুর জন্য ঘাস চাষ করার পরিবেশ বান্ধব দিক। এই সম্পদগুলি ব্যবহারের সুযোগ ছাড়াও দিনমজুরি পাওয়ার সুবিধা এই মানুষটির পরিবারকে অর্ধেক বছর চালানোর মত ধানের যোগান দেয়। যদিও, পরের বিষয়টির উপর, এটা পরিষ্কার হয়ে যায় ভূমিহীন সম্প্রদায়ের তাদের পরিবারকে রক্ষা করার জন্য ফিরে আসতে পারা নির্ভর করে অপেক্ষাকৃত সম্পদশালী জমির কৃষকদের কাছে তাদের শ্রম বেচতে পারার সক্ষমতার উপর।

সত্যিই, একটা পরিবারের ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে, এবং নির্দিষ্ট ভাবে তার ভোগের ক্ষমতা আর স্বনির্ভরতার জন্যও ভূমি-হীনতা আর ভূমির অধিকার একটা কেন্দ্রীয় বিষয়। যদিও কোন কোন পরিবার মনে করে 'ভূমিহীনতা' আসলে চাষের জমির অভাব, তবে টিঁকে থাকার জন্য ফল আর সবজি চাষের জন্য তাদের গৃহ সংলগ্ন যথেষ্ট জমি আছে, যেমন উপরে দিনমজুর বলেছিলেন। যদিও অন্যরা যাদের এই জমিটুকুরও অভাব আছে তাদের টিঁকে থাকা আরও কষ্ট সাধ্য। এক মহিলা, তাঁর স্বামীর সাথে, খাদ্য আর গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিষ কেনার অর্থ উপার্জনের জন্য দিন মজুরির উপর নির্ভর করেন, ব্যাখ্যা করেন, 'যখন আমরা দু'জনেই সারা সপ্তাহ ধরে কাজ করি তখন এটা খুব ভাল সপ্তাহ। আমরা যদি যথেষ্ট কাজ না পাই, আমরা 2 দিন ক্ষুধার্ত থাকি, 2 দিন খাই।' সত্যিই, ভূমিহীন আর ভূমি-দরিদ্রদের বেঁচে থাকা অসম, ভাগচাষের ব্যবস্থা, চক্রাকার পরিযায়িতার ধরন, আর প্রায়শই সদা-অস্থিত জীবনযাপনের দ্বারা গভীর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

সিদ্ধান্ত

এখানে আঁকা পোল্ডার 22 ও 23-এর চিত্র থেকে স্থিতিশীলতাকে বোঝার জন্য বহু নিহিতার্থ বেরিয়ে আসে। বিশেষ করে, তারা অধুনা খুলনা বদ্বীপের গোষ্ঠীগত স্থিতিশীলতার পতনোন্মুখ প্রভাবের পথে বাধা হিসাবে কার্যরত কিছু বিষয়কে চিহ্নিত করে। পোল্ডার 23-এ ব্যাপক পরিমাণে বাগদা চিংড়ি চাষের ফলে এলাকার বাস্তুতন্ত্রের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন নাটকীয়ভাবে এটা চিহ্নিত করে যে এই পথে গোষ্ঠীর জীবনযাপনের জন্য আর সত্যিই, কৃষকদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জরুরী সম্পদগুলির ঘাটতি দেখা দেয়। পোল্ডার 23-এর অবস্থা চিহ্নিত করে বাগদা চিংড়ি চাষের ফল হিসাবে এটা প্রাকৃতিক সম্পদগুলির থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘটায়, এর প্রকট রূপ হিসাবে অস্থিতিশীলতা, আর আনুষঙ্গিক ভাবে অকৃষক-ীকরণে।

এর বিপরীতে, পোল্ডার 22-এ, গোষ্ঠীগত সংগঠন 1990-এর শুরুতে ব্যাপক হারে বাগদা চিংড়ির চাষের আক্রমণকে বাধাদান করেছিল আর খাদ্য আর প্রাকৃতিক সম্পদে সার্বভৌম পরিবেশ তৈরির ভিত গঠন করেছিল। সাধারণ সম্পদের ব্যবহারের অধিকার, যেমন সাধারণ জমির ব্যবহার শুধুমাত্র পোল্ডার 22-এর সম্প্রদায়ের বিকাশে ব্যবহৃত হয়নি, যখন পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি দুর্ভোগে ছিল, কিন্তু এখানের অধিবাসীরা একটা নিয়ন্ত্রিত মাত্রার স্বশাসনও গড়ে তুলতে পেরেছিল য-া ছোট-জোত আর ভূমিহীন কৃষকদের বাঁচতে সহায়তা করেছিল। এটা বলে, যে এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের ফসলকে একটি শিক্ষা হিসাবে বোঝা উচিত। পোল্ডারে সকলের জমির সার্বভৌমত্বের অভাব থাকার অর্থ হল স্থিতিশীলতা শ্রেণী, জমি ও লিঙ্গের ভিত্তিতে ভিন্নতাযুক্ত আর পৃথক হয়েছে। ভূমিহীনরা শুধুমাত্র তাদের দৈনন্দিন নিরাপত্তাহীনতা থেকেই কথা বলেনি, তাছাড়াও ভাগচাষের অসাম্য ব্যবস্থা, চক্রাকার পরিযায়িতার প্রয়োজনীয়তা, এবং আরও কিছু যা জীবনকে নিরাপত্তাহীন করে তোলে তাও বলেছেন। এখানে যা খুঁজে পাওয়া গেছে, তা সেই পথের দিক নির্দেশ করে, যে বড় অর্থে 'গোষ্ঠীগত স্থিতিশীলতার' কথা বলা সমালোচনাযোগ্য সামাজিক ভুলগুলিকে মুখোশ পরিয়ে রাখতে পারে (একইভাবে সাধারণ রূপে কৃষকদের ব্যাপারে বললে কৃষক সম্প্রদায়ের ভিতরের ভাগ আর অসাম্যকে মুছে ফেলা হয়)। পোল্ডার 22-এ আরও স্থিতিশীলতা হতে পারত যদি স্থিতিশীলতা সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়া থেকে আটকে না যেত।

গুরুত্বপূর্ণভাবে, পোল্ডার 22 ও পোল্ডার 23এর স্থিতিশীলতা-র অভিজ্ঞতা (এর অভাবেরও) এটা জানায় যে কৃষক সম্প্রদায় যাঁরা বাস্তুতন্ত্রগত সংকটের মুখে আছেন, ধ্বংসের প্রশ্নের সামনে রয়েছেন, তাঁদের জন্য জমি, খাদ্য, পানি এই সম্পদগুলি ব্যবহার করতে পারার অধিকার হল তাঁদের সম্প্রদায়ের রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিষয়। স্থিতিশীলতার অন্য গতিশীল বিষয়গুলি যেমন, নাগরিক সংস্থা, অবকাশ, ইত্যাদির অধিকারও স্পষ্টতই গুরুত্বপূর্ণ, এগুলির সবটাই বাস্তুতন্ত্রগত পরিবর্তনের অন্তর্গত। পোল্ডার 23-এর অধিবাসীরা প্রায়শই তাঁদের অতীতের স্মৃতিমেদুর কথা বলতে থাকেন, যেখানে পোল্ডারের ভিতরে একটি আরও প্রাণচঞ্চল জীবন ছিল, তাঁদের খোঁজায় গোষ্ঠীগত জীবন ভেঙ্গে পড়ার অন্যতম কারণ হল বাগদা চিংড়ির রাজনৈতিক ও বাস্তুতন্ত্রগত প্রয়োগ। যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তাঁরা কি ধরনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করেন, তাঁদের প্রাথমিক গুরুত্ব ছিল বাগদা চিংড়ির চাষ ধ্বংস করা আর কৃষি জীবনযাত্রা নবীকরণ করা যা আগে ছিল।